advertisement

ছাত্র আন্দোলন কেনÑ জানতে চায় মন্ত্রণালয়

২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০১:৩৯
আপডেট: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০১:৩৯

advertisement

advertisement

গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান ছাত্র আন্দোলনের বিষয়ে প্রকৃত ঘটনা জানতে চায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

গতকাল সোমবার শিক্ষাউপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরীর নির্দেশে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত চিঠি দেওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে।

advertisement

জানা গেছে, গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

।বজ্ঞান ও প্রযুক্তি ।বশ্ববদ্যালয়ের উপাচার্য খন্দকার নাসিরউদ্দিনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন ক্রমান্বয়ে জটিলরূপ নিলেও এ নিয়ে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অভিযোগ রয়েছে,

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বছরে যারাই নাসিরউদ্দিনের কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, তাদের বিভিন্নভাবে হেনেস্তা করা হয়েছে। শারীরিক, মানসিকভাবে হয়রানীর শিকার হয়েছেন অনেকেই। নারী কেলেঙ্কারি, ভর্তি বাণিজ্য, বিউটি পার্লার দিয়ে ব্যবসার মতো খবরে বিগত কয়েক বছর গণমাধ্যমে শিরোনাম হয়েছেন এই উপাচার্য। গত বছর এপ্রিল মাসে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝিলিক নামে এক নারী কর্মচারীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের তথ্য ফাঁস হয়। নাসিরউদ্দিনকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় বইছে।

বিশিষ্টজন বলছেন, ব্যক্তিত্বহীন, অযোগ্য, রাজনৈতিক মতাদর্শী ব্যক্তিকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদায়ন করা, কোনো ধরণের জবাবদিহিতা না থাকায় নৈতিক স্খলনে পচন ধরেছে উচ্চশিক্ষাঙ্গন।

বিভিন্ন সময়ে কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। এর যথাযথ ব্যবস্থার অভাবে শৃঙ্খলা ফিরেনি বিশ্ববিদ্যালগুলোয়। গত বছর নভেম্বর মাসে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহর বিরুদ্ধে এক শিশুকে বলাৎকারের অভিযোগ উঠে। ৫ নভেম্বর চট্টগ্রাম নগরের চান্দগাঁও আবাসিকে তার বাসা অবরোধ করে স্থানীয়রা। পরে সপরিবারে এলাকা ছাড়ার শর্তে উদ্ধার পান তিনি। সম্প্রতি তার বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির লোভ দেখিয়ে এক নারীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ার অভিযোগ খতিয়ে দেখছে ইউজিসি। এছাড়া, আরো কয়েকজন সাবেক ও বর্তমান উপাচার্যের আমলনামা তদন্ত করছে ইউজিসি। উল্লেখযোগ্য কয়েকজনঃ নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর এম অহিদুজ্জামান, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য সাবেক উপাচার্য প্রফেসর এস এম ইমামুল হক, বর্তমানে টাঙ্গাইলের মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. আলাউদ্দিন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর

advertisement

সর্বশেষ

ভোলায় ১১ ব্যারেল চোরাই সয়াবিন তেল জব্দ

‘ভ্যাকসিন হিরো’ পুরস্কার পেলেন প্রধানমন্ত্রী

ফিফার বর্ষসেরা মেসি

বিএনপি ছাড়লেন বগুড়ার শোকরানা

দামের ঝাঁজে দিশেহারা টাক খুঁজে নাকাল

ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর মো. আবদুস সাত্তার, ময়মনসিংহের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর মো. মতিয়ার রহমান হাওলাদার, ঢাকা শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর কামাল উদ্দিন আহাম্মদ, দিনাজপুরের হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর মু. আবুল কাশেম। সম্প্রতি চাঁদাবাজি নিয়ে আলোচনা সমালোচনার ইস্যু ছিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমান ও সাবেক কতিপয় উপাচার্যের নানাবিধ দুর্নীতি ও অপকর্মের অভিযোগ রয়েছে। যেগুলো দিনের পর দিন অমীমাংসিত থেকে যাচ্ছে।

ইউজিসি সূত্রমতে, আর্থিক অনিয়ম, দুর্নীতি, বিউটিপার্লারের ব্যবসা, যৌন হয়রানি, নারী কেলেঙ্কারি, শিশু বলাৎকারসহ এমন কোনো অপকর্ম নেই যাতে জড়াননি কতিপয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে পচন ধরেছে উচ্চশিক্ষাঙ্গন। কমিশন তদন্ত প্রতিবেদন পর্যন্ত দিতে পারে। তবে ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের।

উপাচার্যদের প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ, গবেষক ও ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আমাদের সময়কে বলেন, ব্যক্তিত্বহীন, অযোগ্য, রাজনৈতিক মতাদর্শী ব্যক্তিকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য পদায়ন, জবাবদিহিতা না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় বিদ্যমান পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। একজন উপাচার্যকে আদর্শ মনে করে শিক্ষার্থীরা তাদের লক্ষ্য ঠিক করবেন। কিন্তু আদর্শহীন শিক্ষক তার ছাত্রের কী লক্ষ্য ঠিক হবেন? সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্বশাসিত হলেও সরকার তথরা রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ হচ্ছে। যোগ্য ব্যক্তিকে সঠিক স্থানে আসন দেওয়া হয়না। রাজনৈতিক মতাদর্শীদের গুরুত্ব দিয়ে উপাচার্য নিয়োগ হচ্ছে। কোথাও তাদের কোনো জবাবদিহিতা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি, ছাত্রছাত্রীদের এবং সমাজের কাছে তাদের জবাবদিহিতা করার কথা। কিন্তু তা নেই। যতটুকু নজরে আসছে তাও গণমাধ্যমের কল্যাণে।

বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনির স্বামী ভারতে

বাংলাদেশে প্রতিনিধি নিয়োগ দেবে ফেসবুক

আফগানিস্তানে বাংলাদেশিসহ গ্রেপ্তার ১৪

ফিফা বর্ষসেরা মেসি

দরিদ্ররা যেন স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত না হয়

ছাত্র আন্দোলন কেনÑ জানতে চায় মন্ত্রণালয়

সব খবর

াচাকৎসাধান থাকায় ওখানে আছেন মন্ত্রা। াশক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মো: সোহরাব হোসাইনও দেশের বাহিরে অবস্থান করছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি নির্ভরশীল সূত্রে জানা গেছে, আগামীকাল ২৫ সেপ্টেম্বর দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নিয়ে আন্তর্জাতিক মার্তভাষা ইন্সটিটিউটের মিলনায়তনে একটি বৈঠক করার কথা শিক্ষামন্ত্রীর। মন্ত্রী দেশে না ফেরার ওই বৈঠক আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের আমলনামা পর্যালোচনা, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিন্ন শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশ নিশ্চিত করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।